তারিখ 22 APR 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

যুগান্তর

হুমকিতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ

বালুমহালগুলো বন্ধের পদক্ষেপ নিন

অব্যাহত বালু উত্তোলনে রাজশাহীর পদ্মাতীরবর্তী ক্যাডেট কলেজ হুমকির মুখে পড়েছে। উদ্বেগের বিষয় হল, বালু উত্তোলন বন্ধ না হলে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে শুধু ক্যাডেট কলেজ নয়, একই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী আরও দুটি গ্রাম বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। উল্লেখ্য, রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে পদ্মার তীরে ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী ক্যাডেট কলেজটির অবস্থান। ১৯৬৪ সালে প্রায় ৮৫ একর জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এ কলেজ। তবে ২০১০ সাল থেকে বালু তোলা শুরু হওয়ার পর এরই মধ্যে কলেজের ১৩ একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আরও বড় ক্ষতি এড়াতে, সর্বোপরি কলেজের স্থাপনা ও গ্রাম দুটি রক্ষা করতে অবিলম্বে এখানে বালু উত্তোলন বন্ধ করা উচিত। অভিজ্ঞজনদের মতে, ড্রেজার দিয়ে দিনের পর দিন একই স্থান থেকে বালু তোলা হলে নদীগর্ভে ২০ থেকে ৫০ মিটার এলাকাজুড়ে গভীর গর্ত সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় পদ্মার তলদেশে গভীর গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বর্ষায় পদ্মার রুদ্রমূর্তি ধারণের কথা সর্বজনবিদিত। তলদেশে গর্ত থাকায় এবারের বর্ষায় প্রমত্তা পদ্মার প্রবল স্রোতে নদীর দুই তীর ভাঙনের শিকার হলে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও গ্রাম দুটির অধিবাসীরা ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

পদ্মায় বালু উত্তোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন নেতা। তবে তারা অবৈধভাবে এ কাজ করছেন, এমনটি বলার জো নেই। নিয়ম-কানুন মেনে জেলা প্রশাসকের দফতর থেকে এক কোটি ৮০ লাখ টাকায় ১১টি বালুমহাল ইজারা নিয়েছেন তারা। তার মানে এখানে আইনি কোনো জটিলতা নেই। আমাদের প্রশ্ন অন্য জায়গায়। রাজশাহী পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ভাঙনের হাত থেকে ক্যাডেট কলেজ রক্ষায় ২০১৫ সালে সরকার প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা এখনও চলমান। বালু উত্তোলন বন্ধ না হলে এ বাঁধ কোনো কাজে আসবে না এবং সমুদয় টাকা গচ্চা যাবে। তাহলে শেষমেশ হিসাবটা কী দাঁড়াল? রাজশাহী জেলা প্রশাসন সরকারের রাজস্ব ভাণ্ডারে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা যোগ করল বটে, কিন্তু এ কাজের মধ্য দিয়ে তারা অনেকগুণ বেশি সরকারি অর্থ অপচয়ের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। উপরন্তু ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় লোকজনের হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে, যা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত বালুমহালগুলো ইজারা দিয়ে জেলা প্রশাসন কাদের স্বার্থ রক্ষা করেছে, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। অবিবেচনাপ্রসূত ও অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বদনাম ঘোচাতে হলে জেলা প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে বালুমহালগুলো বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া।